মার্ক ব্লক ম্যানর ব্যবস্থাকে সামন্ততন্ত্রের আদি মূল মনে করেননা। কারণ ব্লকের মতে ম্যানর ব্যবস্থা নবম শতাব্দীর আগেও বর্তমান ছিল। কিন্তু ব্লক একথা স্বীকার করে নেন যে, ম্যানর ব্যবস্থা সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি। ব্লক মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সমাজকে সামন্ত সমাজ (feudal society) বলে আখ্যা দিয়েছেন — যেখানে সামন্ত সমাজ হল কার্যত সামন্ততন্ত্র এবং ম্যানর ব্যবস্থার যোগফল।

ম্যানরের মধ্যে যে ডেমেইন এবং টেনেমেন্টগুলি থাকত, সেখানে উৎপাদনের মুখ্য ভূমিকা ছিল ভূমিদাসদের। জমির সঙ্গে যে বাঁধা থাকত একটি নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের দ্বারা। যদিও ম্যানরের সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিকানা সামন্তপ্রভুর হাতে ছিল, তা সত্ত্বেও উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভূমিদাসদের কিছু পরিমাণ স্বাধীনতা ছিল। স্বল্পমেয়াদী সিদ্ধান্ত ভূমিদাসদের এক্তিয়ারের মধ্যেই পড়ত। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তে সামন্তপ্রভুরা নানা ভাবে হস্তক্ষেপ করত। ম্যানরে সামন্তপ্রভুর সার্বভৌমত্ব তাঁর সক্রিয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিলনা, কারণ উৎপাদন সংগঠন এবং প্রক্রিয়ার মধ্যে ভূমিদাসদের একধরনের স্বাধীনতা ছিল। পেরী অ্যান্ডারসন তাঁর 'Passages from Antiquity to Feudalism' গ্রন্থে লিখেছেন, "There was thus no Simple, horizontal Concentration of the two basic classes at the rural economy within a Single homogenous property form".

সামন্ততান্ত্রিক যুগের শুরুতে ম্যানর প্রভুরা মূলত শ্রম খাজনার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত আদায় করতো। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে একদিকে ডেমেইন যেমন সংকুচিত হচ্ছিল, তেমনই শ্রম খাজনার গুরুত্বও হ্রাস পেতে থাকে। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে শস্যের ভাগ, পূর্ব-নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা খাজনা হিসাবে ধার্য হতে থাকে। উদ্বৃত্তের রূপ পরিবর্তনের সাথে উৎপাদন সম্পর্কেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ডেমেইনগুলো

shot on moto g⁸ plus
Prasenjit's photography